কবিতা আমার জীবনশিল্প
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিতা আমার জীবনশিল্প, মন্থ কররে দুঃখ সুখ
বিষাদাশ্রিত অনুভব রাশি করেছে আমাকে সর্বভুক।
শান্তি এবং হিংস্রতা, দুইই আমাককে করেছে নির্বিকার
রূপ সমুদ্রে ভাসি, তবু দাস হইনি আজও তো যৌনতার।
কবিতার প্রাণ-ভ্রমরা কাতর শব্দ জাদুতে তৃপ্তিহীন
উড়ে উড়ে বসা, ফের উড়ে যাওয়া নৈঃশব্দ্যের বিষাদলীন
চেতনার সাম্রাজ্য, সেখানে অনুভূতি উপলব্ধি, আর
অভিজ্ঞতার মিশ্রণ শেষে বস্তুবিশ্ব কল্পনার
একাকার হয়ে কবিতার হয় জন্ম, দক্ষ নির্মাণে
যৌবন শুরু হতে না হতেই আমি আছি তারই সন্ধানে।

আমি কতকাল শব্দ মাতাল, নৈঃশব্দ্যের শব্দরূপ
দিতে দিতে আজ জীবন করেছি পূজারর অর্ঘ্য গন্ধ ধূপ,
সমুদ্র সেঁচে মুক্তো কুড়িয়ে আনব যে তার সাধ্য কই?
তবু পা বাড়িয়ে ঝাঁপ দিই জলে, ইচ্ছেতে আর নিঃস্ব নই।

পেয়েছি যা, তার চেয়ে বেশি পাওয়া, মন্থন শেষে উঠলে বিষ
পান করে হব নীলকণ্ঠের সদৃশ্য ভাবি অহর্নিশ।

তথাপি
অশোক চক্রবর্তী

দিবানিশি জপি তার নাম
ফুল মালা নানাবিধ সুগন্ধিতে
সাজাই তাহারে – রন্ধনশালায় বাঁধি
তার জন্য নাননাবিধ অন্ন ও ব্যঞ্জন,

তথাপি বুকের মধ্যে পরকীয়া পদসঞ্চালন...

বিভ্রান্তি
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মেরুদন্ড ঋজু। হেঁটে যায়। সে বুঝতে চায়
বুদ্ধকে। বিবেকানন্দেক। ডস্তয়েভস্কিকে।

রাতের আকাশে আঙুল বুলিয়ে সে বুঝে
নিতে চায় – কোন জীবন আলোর অধিক...

আর মৃত্যু? ...সমুদ্রের তলদেশে জাহাজের
কঙ্কাল...কতকাল ফুটে আছে অসংখ্য
সূর্যমুখী...

গাজির গান – কার্পাস ভাঙা
তরুণ গোস্বামী

১.
শুনছি গাজির গান ভোরবেলা।
সমস্ত নির্মাণ আজ মেতে উঠেছে
কল্পকাহিনিতে। স্বর্ণপ্রসবা এই মাঠ,
পুকুর ভর্তি মাছ। বাড়ি বাড়ি দুগ্ধবৎসা
গাভী...ঘন অন্ধকার মুছে আলো খলছে
পৃথিবীর আনাচে কানাচে...ওঠো,
মেঘের বালিকা...ঘরের উঠোনে ওই
ফুটফুটে আলো। আমার দোতারা শুনে
জেগে ওঠে কার্পাসডাঙার রাঙামাটি...

অসম
অসিত মন্ডল

তার যেরকম ঘুম ভাঙানি স্বভাব
চাঁদ সওয়ারি জ্যোৎস্না নিয়ে আসে।

আমিও তেমন জানলা খুলে রাখি
ঘুম-কুঁড়িয়ে হিমেল হাওয়ায় ভাসে।

তার যেরকম ফল্গুমতী মন
চুপ-গাহিনে লুকিয়ে রাখে নদী।

আমিও তেমন আগুন পাখি হয়ে
স্পর্শ সুখে পড়ছি নিরবধি।

আমার তেমন দেখনদারি দোষ
দস্যি হাওয়ার মাতনে মশগুল।

তার যেরকম ঘরগোছানি বাতিক
ভিতর – বাহির পরিপাটি।

আমিও তেমন উড়নচন্ডী পায়ে
মন-শরীরের বিপ্রতীপে হাঁটি।

তার যে-রকম পাহাড় নীরবতা
সংগোপনে ব্রস্মকমল ফোটে।

আমার তেমন ছটফটানি ঝোঁক
অতর্কিতে ঠোঁট রেখে দিই ঠোঁটে।

আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি
অশোক দে

১
জলের রেখা তোমার আঙুলে
বাললির কুচি সোহাগ রেখে গেছে
সারাজীবন বালির ঘর গড়া
বিষাদদ নীলল তবুও ভালোবাসা...
জলের দাগে বাঁধা তোমার কাছে।

সময় বড়ো সটান চোখ বোজে
হাওয়ায় ওড়ে বিন্দু বিন্দু ছাই
নীরব হাত অলতো পিঠে রেখে
কখন বলে : চলো এবার যাই...

অনেক কিছু বোঝার বাকি ছিল
দু-একটি রাত সফল কবিতার
একা আবার তোমার কাছে এসে
ছড়িয়ে ফেলি সমস্ত সংসার।

২.
একাকী সন্তপ্ত চিত্তে বার বার নতজানু হই
মনে মনে বলে উঠি : আমি ঠিক এতখানি নই
এই সবকিছু নাও, আজন্ম রেখেছি সব নাও
বিনিময়ে দয়া কারো, আর একটি বার ফিরিয়ে দাও...

এখন চোখে ঝাঁপসা নেমে আসে
নিজের কাছে একলা এসে বসি
হাজার নদী দিনান্তে ভিড় করে...
চুপটি করে একলা ভালোবাসি...

অনেক হল কথার পরে কথা
ফুরিয়ে আসা কলের জল সরু
সাগর ভাঙা তীরের কাছে দেখি
একান্ত এক বিষাদময় মরু

সমস্ত মালপত্র উঠে গেছে
ভাবছি একা পদব্রজেই যাব
ভেঙেছি পার ভাঙছে ঘরবাড়ি
নিজস্ব সব ভাঙতে ভাঙতে যাব...

মেয়েটি
নিলয় নন্দী

সেই মেয়েটি দোলের ভোরে পলাশ পাঠায়
বুকের ঝিলে গোপন তিলে বসন্ত ডাক
সেই মেয়েটি গালেই প্রথম ছোঁয়াই আবির
ভার্চুয়াল বা সত্যমিথ্যে যা খুশি থাক...

সেই মেয়েটির ভিড়ের মাঝেও একলা লাগে
কাব্যগীতে অজানিতেই আঙুল বাড়ায়
কবিও তখন কীভাবে ঠিক টের পেয়ে যায়
আখরডিঙা ভাসিয়ে দিল প্লাবন হাওয়ায়।

সেই মেয়েটির ইচ্ছে আঁচল দিঘল চোখে
নিয়ম নাকি বেনিয়মেই লিখছে চিঠি
সেই মেয়েটির দখিন দূয়ার নাগাল পেলে
উচ্চরীয় পলাশ প্রলাপ কী খুনসুটি।

সেই মেয়েটিই হঠাৎ কখন দুঃখ পেল...
সেই মেয়েটির খুব চকিতে দুঃখ ভোলে
সেই মেয়েটিই খেয়ালখুশি পেরোচ্ছে দিন
সেই মেয়েটিই ঝড়ের রাতে জানালা খোলে।

ও শহর...
ঝিলম ত্রিবেদী

শহর জানল করুণ পাখির পালক
রঙিন অঙ্কে নামহীন এক বালক
হৃদয় পাতানো বন্ধু আগল পরা
শহর জানল শত্রুর কড়া নাড়া...

শহর জানল আয়নায় ভেঙে দেখা
পালিয়ে বেড়ানো আকাশের বলিরেখা
রোগে ছয়লাপ গঙ্গা নদীর সরোদ
শহর জানল সমাজ পুষছে ক্রী ক্রোধ।

শহর জানল হাওয়ারা ঠেকলে গায়ে
বিদ্যুৎ হয়ে কান্নারা চমকায়
বিনাপয়সায় সময় বদলে যায় না...

শর জানল শপর বন্ধে বাঁধা
শহর জানল শহর চরম ধাঁধা
মানুষ হাঁটছে ছালতোলা দুটো পা
জানল না এই শহর তোমার ঘা...।

শাশ্বতী দাশগুপ্ত

আগামী জন্ম

হঠাৎ ভোরের মুখ এসে দরজায় কড়া নেড়ে বলে গেল,
চলো যাই! ডেকে আনি তাঁর আগামী জন্মকে।
এই সাজানো-গোছানো সংসারে আনন্দের সুর বাজিয়ে
সে একবার ঘুরে যাক
কিছুটা পথ হয়তো অচেনা লাগবে আমাদের,
সেই তো আগামী জন্মের রাস্তা!
তবু সবকিছু নিয়ে যাব, কুটোটিও ফেলে যাব না।
চাইছি যাকে, বোঝেনি আহা, সে সঙ্গীহীন
অথচ আমরা এখানে একসাথে, সারাক্ষণ, দিনে রাতে।
তবু শতছলে ফিরিয়ে আনব, খুলে রাখব বাড়ির জানলা দরজা।
বাড়ির সাবেক দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেই হল।
একটু নিপাট ভদ্রতা পেলে, আর সুখের ঘরে ঢুকে গেলেই
তাঁর আগামী জন্ম আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাবে চেনা টানে!
এভাবেই কয়েকদিনের মধ্যে চিনে ফেলবে তার আস্ত পৃথিবীর মুখ,
আর স্মৃতির ভেতরে অজস্র মায়া!

বিপ্লব পাল

পদপল্লবমুদারম্

দেবী এসে বসেন সুসজ্জিত গুরুগৃহে। অবনত মুখর আলোকসজ্জা
বুকের পাশে ওত পেতে আনত গন্ধ ছড়ায় আলপথ বেয়ে
প্রতি শ্বাসে টেনে নেয় কুয়াশার মগ্ন অক্ষর, যাপনের চর্যাপদ

এইখানে বৃক্ষ ঠোঁটে মোহময় ডানা মেলে আছে
নিবিড় স্তব্ধতায় শ্লোকের পঙ্‌ক্তি

'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলিত ময়ি দারুণো মদনকদনানলে হরতু তদুপাহিতবিকারম।'

শব্দভুখ মুদ্রা আঁকড়ে ধরে দেবীর নির্মিত কোলাজ, আঙুলের ডগায়
ধাতব শরীরে শীত নামে ধীরে ঠোঁটের উষ্ণ জ্যোৎস্নায়। ততটুকু আয়ু তার...
সারা দেহে রম্য ছন্দ ঘামে স্নায়ুর আধার।

পদপল্লবমুদারম্ দেবী, অদৃশ্য ডানায় ফিরে আসে কবির দৃশ্যপটে